بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

সপ্তম ও অষ্টম হিজরীতে সংঘঠিত কতিপয় সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) এর জীবনচরিত

পাকিস্তানের আহমদীদের উদ্দেশ্যে দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৮ এপ্রিল, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে আজ আরো কিছু সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ করব। ইতিহাসে **সারিয়্যা হযরত উমর বিন খাত্তাবের** উল্লেখ পাওয়া যায় যা ৭ম হিজরীর শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। হাওয়াযিন গোত্রের পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে ত্রিশজন সাথীসহ তুরবা এলাকায় প্রেরণ করেন। এই অভিযানের কারণ ছিল এই যে, মহানবী (সা.) এর কাছে তুরবা-বাসীদের ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের খবর পৌঁছেছিল। হযরত উমর (রা.) রওনা হন, আর তুরবার লোকেরা খবর পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। হযরত উমর (রা.) তাদের এলাকায় পৌঁছান, কিন্তু সেখানে কাউকে পাননি। তবে তাদের সমস্ত সহায় সম্পত্তি, গবাদি পশু ইত্যাদি সেখানে ছিল। যেহেতু তারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল, তাই হযরত উমর (রা.) সেসব জিনিস নিজের অধিকারে নিয়ে ফিরে আসেন।

এরপর একটি অভিযান **হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)**-কে নিয়ে ফাদাকের বনু মুররা গোত্রের দিকে পরিচালিত হয়। এই অভিযান সাত হিজরী সনের শা'বান মাসে হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) এর নেতৃত্বে সংঘটিত হয়। এই অভিযানের বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.)-কে ত্রিশজন সাহাবীসহ বনু মুররার পক্ষ থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়ে ফাদাক অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। এটি পরিষ্কার যে মহানবী (সা.) এ ধরণের অভিযান বা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তখনই পাঠাতেন যখন ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের খবর আসত। যাইহোক, সাহাবীগণ রওনা হলেন এবং পথিমধ্যে কিছু রাখালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে বনু মুররা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা জানায়, বনু মুররা এখনও তাদের উপত্যকায় আছে এবং ঝরনার কাছে আসেনি। তখন সাহাবীগণ তাদের পশুসমূহ হাঁকিয়ে মদীনার অভিমুখে ফেরত যাত্রা করতে থাকেন। বনু মুররাদের একজন ঘোষক এ সংবাদ জানিয়ে দেয়। এতে করে তারা ফিরে আসে এবং একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে। পুরো রাত মুসলমানরা তির চালিয়ে প্রতিরোধ করে, কিন্তু একসময়

তাদের তির শেষ হয়ে যায়। সকালে বনু মুররা আবার আক্রমণ চালায় এবং হযরত বশীর (রা.)-এর সকল সাথীকে শহীদ করে দেয়। হযরত বশীর (রা.) সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান এবং গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তাঁর গোড়ালিতে আঘাত লাগে এবং মনে করা হয় যে তিনি শহীদ হয়েছেন-কিন্তু তিনি রক্ষা পান। এরপর বনু মুররা তাদের পশুপাল নিয়ে ফিরে যায়।

অতঃপর **সারিয়্যা গালেব বিন আব্দুল্লাহ্ লায়সী (রা.)**-র নেতৃত্বে মাইফা'য় সংঘটিত হয়। এই অভিযান ৭ম হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। ইবনে সা'দ লেখেন, মহানবী (সা.) তাঁকে বনু আওয়াল ও বনু আবদ বিন সা'লাবার দিকে প্রেরণ করেন, যা মাইফায় ছিল। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালাচ্ছিল এবং লোকজনকে একত্র করছিল যেন ফের আরবের জোটবদ্ধ আক্রমণের মতো কিছু করা যায়। মহানবী (সা.) হযরত গালেব (রা.)-কে একশ ত্রিশজন সাথীসহ প্রেরণ করেন আর মহানবী (সা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত ইয়াসার (রা.) তাদের পথনির্দেশক ছিলেন। মুসলমানরা একযোগে আক্রমণ করে এবং তাদের লোকালয়ে প্রবেশ করে। যারা প্রতিরোধ করেছিল, তাদের হত্যা করা হয় এবং মালে গণিমত হিসেবে গবাদিপশু ইত্যাদি নিয়ে মদীনায় ফেরত আসা হয়, তবে কাউকে বন্দি করা হয়নি।

ইবনে সা'দ উল্লেখ করেছেন, এটি সেই অভিযান যেখানে **হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)** মিরদাস বিন নাহিক নামে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেন, যিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' পাঠ করেছিলেন। বুখারীতে হযরত উসামা (রা.) থেকে এই ঘটনার বিশদ বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, যখন মহানবী (সা.) এ কথা শুনলেন, তখন বললেন, "হে উসামা! সে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** পাঠের পরও তুমি তাকে হত্যা করলে? আমি বললাম, "সে তো প্রাণরক্ষার জন্য এ কথা বলেছিল।" কিন্তু মহানবী (সা.) বারবার এই কথাটি পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। আমি এতটা দুঃখিত ও অনুতপ্ত হই যে, আমি ভাবতাম হায়! যদি আমি এর পূর্বে মুসলমানই না হতাম! মুসলিম শরীফে এই ঘটনাটির বৃত্তান্ত এভাবে বর্ণিত আছে: মহানবী (সা.) তাকে বলেন,"**তুমি কী তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে যে, সে এটি হৃদয় থেকে বলেছে কি-না?**"

হুযূর আনোয়ার (আ.) বলেন: আজকাল কিছু মৌলভী মনে করে তারা আহ্মদীদের হৃদয় চিরে দেখেছে, তাই তাদের হত্যা করাকে বৈধ মনে করে। আল্লাহ্ তাদেরকে ধৃত করুন।

একটি বর্ণনায় আছে যে, মহানবী (সা.) ঐ নিহত ব্যক্তি মিরদাস বিন নাহিক এর পরিবারকে তার **দায়ত** (রক্তমূল্য) দেওয়ার আদেশ প্রদান করেন এবং তার সম্পত্তি তাদের ফিরিয়ে দেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন এইভাবে: যখন একজন বেদুইন ওই যুদ্ধের খবর নিয়ে মদীনায় পৌঁছান, তখন তিনি যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে এই ঘটনাও বলেন। তখন মহানবী (সা.) হযরত উসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি তাকে হত্যা করেছ?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ।" মহানবী (সা.) বলেন, "কিয়ামতের দিনে তুমি কী করবে, যখন **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে?"

হুযূর আনোয়ার বলেন: যেমনটা আমি আগেও বলেছি, আজকাল পাকিস্তানের কিছু মৌলভী এবং তাদের অনুসারীরা বলে যে, আহ্মদীদের হত্যা করলে জান্নাত পাওয়া যাবে। কিন্তু তারা জানে না যে এই কাজ তাদের আল্লাহ্র শাস্তির উপযুক্ত করে তুলছে। একদিন না একদিন আল্লাহ্র পাকড় (শাস্তি) অবশ্যই তাদের ওপর এসে পড়বে।

এরপর আরেকটি অভিযান হলো **হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) এর নেতৃত্বে**, যা ইয়েমেন ও জাবার-এর অভিমুখে হিজরী সপ্তম সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.)-এর কাছে খবর আসে যে, গাতফান গোত্রের একটি দল মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেত হচ্ছে এবং **উয়ায়না বিন হিসান** তাদের সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শে হযরত বশীর বিন সা'দকে তিনশ' সাহাবার একটি দলসহ প্রেরণ করেন। তারা জাবার নামক স্থানে পৌঁছলে গাতফানের লোকেরা এই খবর শুনে তাদের পশুসম্পদ ফেলে রেখে নিজেদের জনপদের উপরের দিকে পালিয়ে

যায়। সেখানে মাত্র দুইজন ধরা পড়ে, যাদের বন্দি করা হয়। সাহাবীগণ গবাদি পশু (ছাগল, ভেড়া, উট) দখল করে বন্দিসহ মদীনায় ফিরে আসেন। পরে ওই দুই বন্দি ইসলাম গ্রহণ করে, ফলে মহানবী (সা.) তাদের নিজ এলাকায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

এরপর মহানবী (সা.)-এর **উমরাতুল কাযা** পালনের ঘটনা। মহানবী (সা.) হিজরী সপ্তম সনের যিলকদ মাসে (ফেব্রুয়ারি ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দ) উমরাতুল কাযা আদায়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এটি সেই মাস ছিল, আগের বছর যে মাসে মহানবী (সা.)-কে মক্কাবাসীরা উমরা করতে বাঁধা প্রদান করেছিল এবং হুদাইবিয়া থেকে তিনি ফিরে এসেছিলেন। এখন সেই উমরার কাযা আদায়ের জন্য তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হন। এর বিস্তারিত বিবরণ হল:

এ সময় মহানবী (সা.)-এর সাথে ২০০০জন সাহাবী ছিলেন। তাঁর (সা.) এর সাথে কুরবানির জন্য ষাটটি উটও ছিল। তিনি সাহাবীদের বিশাল দলের সঙ্গে **তালবীয়া** (লাব্বাইক আল্লাহুমা লাব্বাইক...) পাঠ করতে করতে হারামের দিকে অগ্রসর হন। কুরবানির পশুগুলো 'যুল-তুয়া' নামক স্থানের দিকে পাঠিয়ে দেন। সে সময় তিনি তাঁর উটনী **'কাসওয়া'**তে আরোহিত ছিলেন। মসজিদুল হারামে পৌঁছে তিনি **'ইযতিবা'** করে নেন অর্থাৎ স্বীয় চাদর এমনভাবে পরিধান করেন যাতে তাঁর ডান কাঁধ ও বাহু উন্মোচিত হয়ে যায় এবং বলেন, "আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, যে এই কাফিরদের সামনে শক্তি ও সাহস প্রদর্শন করবে।" এরপর তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে নিয়ে দু' কাঁধ ঝাঁকিয়ে এবং বুক ফুলিয়ে তিনবার কাবা প্রদক্ষিণ করেন, যেন কাফিরদের সামনে মুসলমানদের শক্তি স্পষ্ট হয়।

এই সফরের সময় হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা.)-এর সঙ্গে মহানবী (সা.)-এর বিবাহের উল্লেখও পাওয়া যায়। মহানবী (সা.) মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন। চতুর্থ দিনে কুরাইশদের অনুরোধে তিনি সাহাবাদের সঙ্গে মক্কা ত্যাগ করেন।

এই সফরের একটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো **হযরত হামযা (রা.)-এর কন্যার ঘটনা**। যখন মহানবী (সা.) মক্কা ত্যাগ করতে যাচ্ছিলেন, তখন হযরত হামযা (রা.)-এর কন্যা তাঁর পেছনে ছুটে এসে বলল, "হে আমার চাচা! হে আমার চাচা!" হযরত আলী (রা.) তাঁর হাত ধরে ফেলেন এবং হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বলেন, "তোমার চাচার কন্যাকে নিয়ে নাও।" তিনি তাকে সওয়ারিতে তুলে নেন। এরপর হযরত আলী, হযরত যায়েদ ও হযরত জাফর (রা.)-তিনজনই এই কন্যাকে নিজেদের জিম্মায় নেওয়ার দাবি জানান। মহানবী (সা.) এই ব্যাপারে ফয়সালা দেন তার খালার পক্ষে এবং বলেন, "খালা মা-র সমতুল্য।" হযরত আলী (রা.) জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি হযরত হামযার কন্যাকে বিয়ে করবেন না?" মহানবী (সা.) বলেন, "সে আমার দুগ্ধভাইয়ের কন্যা-এই সম্পর্কের কারণে আমি তাকে বিয়ে করতে পারি না।" এরপর মহানবী (সা.) যিলহজ্জ মাসে মদীনায় ফিরে আসেন।

পরবর্তী যুদ্ধাভিযান **সারিয়্যা আখরাম বিন আবি আওজা (রা.)**-র, যা ৭ম হিজরীর যিলহজ্জ মাসে সংঘটিত হয়েছিল, এই যুদ্ধাভিযান বনী সুলায়ম গোত্রের দিকে ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আখরামকে ৫০ জন সঙ্গীর সাথে বনী সুলায়মের দিকে প্রেরণ করেন, যারা মদীনার নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত। তাদের সঙ্গে বনী সুলায়ম গোত্রের একজন গুপ্তচর ছিল, যে আগে গিয়ে নিজের কওমকে সতর্ক করে দেয়। ফলে তারা একটি বড় বাহিনী জড়ো করে ফেলে। যখন হযরত আখরাম সেখানে পৌঁছান, তখন বনী সুলায়ম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। তিনি তাদের ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। এরপর কিছু সময় উভয় দলের মাঝে তীরন্দাজি চলে। এ সময় তাদের জন্য আরও সৈন্য এসে পড়ে এবং তারা মুসলমানদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। মুসলমানরা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে, কিন্তু অধিকাংশ সাহাবা শহীদ হন। হযরত আখরাম (রা.) নিজেও মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে যান এবং পরে, হিজরী অষ্টম সনের ১লা সফর তারিখে মদীনায় মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন।

এরপর একটি অভিযান হলো **হযরত গালিব বিন আব্দুল্লাহ্ লায়সী (রা.)**-র নেতৃত্বে, যা কুদায়েদ অভিমুখে

সংঘটিত হয়। এই অভিযান মহানবী (সা.) হিজরী অষ্টম সনের সফর মাসে বনী লাইস গোত্রের একটি শাখা-বনী মালুহ-এর দিকে প্রেরণ করেছিলেন, যারা কুদায়েদ অঞ্চলে বসবাস করত। এই অভিযানে মহানবী (সা.) তাঁর সাথে ১৫ জন সাহাবাকে রওয়ানা করেছিলেন। এই অভিযানে মুসলমানদের শ্লোগান ছিল: **'আমিত- আমিত'**

এই যুদ্ধাভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আগামীতে এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হবে। এখন আমি বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহ্মদীদের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। যেমনটা আমি আগেও বলেছিলাম, দরুদ শরীফ পড়ার দিকে মনোযোগ দিন এবং প্রতিদিন দুইশো বার **'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদিও ওয়া আলি মুহাম্মাদ'** পাঠ করুন। আমাদের যতটা সম্ভব মনোযোগ এই দিকে দেওয়া উচিত। আমরা যদি সঠিকভাবে দোয়া করি এবং তার প্রতি মনোযোগী হই, তবেই আমরা সাফল্য লাভ করব। কিন্তু আজও এই দিকটিতে যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না।" কেউ কেউ আমাকে লেখে যে, 'শুধু দোয়া করেই কিছু হবে না, আরও কিছু করতে হবে।' আমি বলি, আর কি করতে হবে, আমাদের একমাত্র অস্ত্রই তো দোয়া। আমি বহুবার এই বিষয়ে আলোচনা করেছি, এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতিও পেশ করেছি। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা যে দোয়া কিছু করে না। বরং, সাফল্যের একমাত্র পথই হলো দোয়া। আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে দোয়ার হক আদায় করার তাওফিক দেন। যারা বলে, 'দোয়া করে কিছু হবে না,' তারা ভুলভাবে আল্লাহ্র প্রতি অভিযোগ আরোপ করছে এবং তাদের উচিত ইস্তেগফার করা।

আজ করাচিতে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসীরা, যারা নিজেদের ইসলামি নামে পরিচয় দেয়, আমাদের একটি মসজিদে হামলা করেছে এবং একজন আহ্মদীকে শহীদ করে দিয়েছে - ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। এর বিস্তারিত এখনো পাওয়া যায়নি, তবে ইনশাআল্লাহ্ পাওয়া গেলে জানানো হবে। আল্লাহ্ দ্রুত এসব অত্যাচারীদের শাস্তির ব্যবস্থা করুন।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

18 April 2025

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....P.O.....

Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat